ই-কমার্সে আবারও ‘বড় লাফ’

দেশীয় ই-কমার্সে বিগত বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধি ছিল ২৫ শতাংশ, গত বছর তা ৭০-৮০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে ৩০০ শতাংশও প্রবৃদ্ধি ঘটেছে বলে জানিয়েছে ই-কমার্স ব্যবসায়ীদের সংগঠন ই-ক্যাব। দেশে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আবারও শুরু হয়েছে লকডাউন। আবারও ই-কমার্স খাত বড় একটা লাফ দিয়েছে। বিশেষ করে ঢাকায় গ্রোসারি পণ্যে এই উল্লম্ফনটা বেশ দৃশ্যমান বলে জানা গেছে। এছাড়া ফুড ডেলিভারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে ডেলিভারি অর্ডার।

জানা গেছে, চালডাল ডট কম গ্রোসারিতে এগিয়ে আছে। ইভ্যালি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে (সিওডি) এক ঘণ্টার মধ্যে এক্সপ্রেস ডেলিভারি চালু করেছে। দারাজ বাজার-সদাইয়ে দিচ্ছে ছাড়। প্রিয়শপ ডট কম বিভিন্ন অফার নিয়ে হাজির হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সবার বেচাবিক্রি ভালো হলেও গ্রোসারির চাহিদা কয়েকগুণ বেড়েছে। চাল-ডাল, মাছ-মাংস, সবজি, প্যাকেটজাত খাবার ও ফ্রোজেন ফুড আইটেমের চাহিদা আকাশচুম্বি।

ই-কমার্সের উত্থানের বিষয়ে আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বাংলাদেশের ই-কমার্স এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়েছে— প্রবৃদ্ধির একটা উদাহরণ হিসেবে। পৃথিবীর যে তিনটি দেশ করোনাকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

জানতে চাইলে প্রিয়শপ ডট কমের প্রধান নির্বাহী আশিকুল আলম খাঁন বলেন, ‘এবারের লকডাউনেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে, বলা যায় ১৫০ শতাংশ।’ তবে তিনি উল্লেখ করেন, গত বছরের লকডাউনে যেভাবে হয়েছিল, এবার ততটা হয়নি। তবে এবারও বেচাকেনা বেশ ভালো। কিছু মানুষের অভ্যাস তৈরি হয়েছে অনলাইন কেনাকাটায়।

গ্রোসারির পরেই রয়েছে বিভিন্ন গ্যাজেট আইটেম। ইলেকট্রনিক্স পণ্যের চাহিদাও বাড়তির দিকে। পিকাবো ডট কমের প্রধান নির্বাহী মরিন তালুকদার জানালেন, বিক্রি বেড়েছে। তারা এর মাঝেও বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ ও অফার নিয়ে হাজির হয়েছেন ক্রেতাদের সামনে।

গ্যাজেটস ও লাইফ স্টাইল পণ্যের অনলাইন শপ সেলেক্সট্রা ডট কম ডট বিডি লকডাউনে ক্রতাদের জন্য বিশেষ অফার ছাড় ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশে মটোরোলার ন্যাশনাল পার্টনার সেলেক্সট্রা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাকিব আরাফাত বলেন, ‘‘আমরা স্মার্ট ফোনপ্রেমীদের জন্য নিয়ে এসেছি ‘হ্যালো বৈশাখ’ অফার। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় ক্রেতারা ‘মটো পকেট গরম’ অফার উপভোগ করতে পারবেন।’’ তিনি জানান, এছাড়া লকডাউনে ক্রেতারা ঘরে বসেই এখন অরিজিনাল মটোরোলা ডিভাইস কিনতে পারবেন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সেলেক্সট্রা শপ থেকে। সারা দেশে ৪৮ ঘণ্টায় ফ্রি হোম ডেলিভারি সার্ভিসও দেওয়া হচ্ছে।

বাজার সংশ্লিষ্টদের কেউ কেউ বলছেন, ই-কমার্সে বড় উল্লম্ফন হয়েছে, কিন্তু সেটা ঢাকাকেন্দ্রিক। ঢাকার বাইরের অবস্থা বেশ খারাপ। গত লকডাউনে ঢাকায় যেমন প্রবৃদ্ধি হয়েছিল, তেমনই ঢাকার বাইরের চিত্র ছিল বেশ নেতিবাচক। এবারের চিত্রও মোটামুটি একই রকম। তবে ঢাকায় গ্রোসারির (নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী) চাহিদা বেশি থাকায় শতাংশের হিসাবে ই-কমার্স বেশ খানিকটা এগিয়ে। সংশ্লিষ্টরা আরও বলছেন, আরও কিছুদিন গেলে এবারের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে। তখন প্রবৃদ্ধির শতাংশের পরিমাণও বের হয়ে আসবে।

এদিকে ফুড ডেলভারিও বেড়েছে। রেস্টুরেন্টগুলোতে গিয়ে বসে খাবার সুযোগ না থাকায় অর্ডারের পরিমাণ বেড়েছে অন্তত ৩০-৩৫ শতাংশ বলে জানা গেছে। ফুড ডেলিভারি ফুডপান্ডা এগিয়ে আছে বলে জানা গেছে। পাঠাওয়ের পরিচালক (বিপণন) সৈয়দা নাবিলা মাহবুব জানান, তাদের রাইড শেয়ারিং বন্ধ থাকলেও পাঠাও ফুডসহ অন্যান্য সেবা চালু আছে। পাঠাও ফুডের সার্ভিসের চাহিদা বেড়েছে বলে তিনি জানান।

উবারের মুখপাত্র জানান, তাদের শুধু রাইড শেয়ারিং উবার মটো বন্ধ রয়েছে। চালু রয়েছে উবার পার্সেল সার্ভিস। উবার পার্সেলের চাহিদাও বেড়েছে।

লজিস্টিকস তথা কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ইকুরিয়ারের প্রধান নির্বাহী বিপ্লব ঘোষ রাহুল বলেন, ‘লকডাউনের প্রথম দিন থেকেই তাদের সেবা চালু আছে।’ লকডাউনে ডেলিভারির চাহিদা বাড়তে পারে বলে তিনি আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। ফলে লকডাউনের মধ্যে সেবা দিতে তার কোনও সমস্যা হয়নি।

এবারের বইমেলা লকডাউনের মধ্যে পড়েছে। বইপ্রেমীরা মেলায় খুব একটা যেতে না পারলেও অনলাইনে বইয়ের অর্ডার করছেন। অনলাইনে বই বিক্রিতে শীর্ষে রয়েছে রকমারি ডট কম। অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে বই মেলার ছাড়।

এছাড়া বিকাশের মাধ্যমে দাম পরিশোধ করলে মিলছে ক্যাশব্যাকও। বইমেলায় যাওয়ার খরচ বাঁচছে, সময়ও বাঁচলো। ধুলোবালি মেখে নেয়ে একশা হওয়ার চেয়ে অনলাইন থেকে কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই কেনা যাচ্ছে বই। রকমারি সূত্রে জানা গেছে, বই বিক্রি অনেক বেড়েছে।